দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 MAY 1992

কিন্ডারগার্টেন ঃ শিক্ষার নামে ব্যবসা

॥ সারোয়ার হোসেন ॥

সমস্যার অন্ত নেই নগরীর মানুষের। জীবন যাপন করতে গিয়ে অনবরত সমস্যার অক্টোপাসে বাঁধা পড়ছে নগরীর মানুষ। আর এই সমস্যার মাত্রা যেন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। চারদিকে সমস্যা।

সমস্যা বাসস্থানে, সমস্যা যাতায়াতে, সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থায়। সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না এমনকি নগরীর নিষ্কলুষ শিশুটি পর্যন্ত। সীমিত সংস্থান এবং ক্রমবর্ধমান মানুষের চাহিদার সংঘাতে সৃষ্ট এই সমস্যা-সংকুল পরিবেশ শিশুটির সামনে কঠিন জীবনের স্বরূপ প্রকাশ করলেও জীবনের প্রথম স্তরেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে শিশুটিকে। নগরীর অধিকাংশ শিশুর শিক্ষাক্ষেত্র আজকের কিণ্ডার গার্টেনসমূহ সমস্যার বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছে।

কিণ্ডার গার্টেন (শিশু বাগান) শিশু শিক্ষার সার্বক্ষণিক ব্যবস্থার উদ্ভব ১৮৩৭ সালে জার্মানীতে। শিশুদেরকে বাগানের উদ্ভিদের মত স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ফ্রেডরিখ ফ্রবেল সর্বপ্রথম জার্মানীর ব্লাকেন বার্গে এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই নগরীতে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলেও আশির দশকের প্রথমার্ধে কিণ্ডার গার্টেনের সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে। গজিয়ে উঠতে থাকে এসব কিণ্ডার গার্টেন কোনটি বা কিণ্ডার গার্টেনের ব্যানারে, কোনটি বা প্রি-ক্যাডেট-এর ব্যানারে, কোনটি বা টিউটোরিয়ালের ব্যানারে। নগরীর উন্নতমানের স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা অপ্রতুলতা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জীর্ণদশা, বিদেশী শিক্ষার প্রতি কিছু নব্যধনীক অভিভাবকের অহেতুক মোহ, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার আপাত জৌলুসে একশ্রেণীর অভিভাবকের অন্ধভক্তি, অন্যদিকে সরকারী কোন বাধানিষেধ না থাকায় কিছু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের শিশু শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক মানসিকতায় ব্যাঙের ছাতার মত বেড়ে চলেছে কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা। কিণ্ডার গার্টেন স্কুল গড়ে উঠছে নগরীর আনাচে-কানচে, মহল্লায়-মহল্লায়। নগরীর অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে পরিচালিত বলে প্রতিনিয়তই এগুলো ব্যর্থ হচ্ছে শিশুশিক্ষার পরিপূর্ণ মাধ্যমরূপে গড়ে উঠতে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে। কিণ্ডার গার্টেনগুলো তাদের মালিকদের চাহিদা পূরণ করলেও পূরণ করতে পারছে না নগরীর শিশুশিক্ষার চাহিদা। নগরীতে বর্তমানে ৫ শতাধিক কিণ্ডার গার্টেন রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০০টি কিণ্ডার গার্টেন অনুমোদনপ্রাপ্ত, বাকীগুলোর কোন প্রকার অনুমোদন নেই। ১২টি থানায় এই ৫ শতাধিক কিণ্ডারগার্টেন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে শিক্ষা সমস্যা লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সার্বিক অর্থে ঢাকা মহানগরীর কিণ্ডার গার্টেনগুলো আজও নাগরিক শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি নগরীর অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে বলিষ্ঠ শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে।

নগরীর অভিভাবকরা আজকাল আর ইচ্ছে করেই তাদের সন্তানদের কিণ্ডার গার্টেনে পাঠান না এবং তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নয়, শিক্ষাপদ্ধতি নিম্নমানের কারণেও। বর্তমানে প্রতিটি অভিভাবকের মনের সুপ্ত বাসনা তার সন্তান হবে নগরীর প্রথম শ্রেণীর যেকোন একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। আর তাই অভিভাবকরা আপ্রাণ লড়ে যান ভিকারুন্নেসা নুন গার্লস হাইস্কুল, হলিক্রস গার্লস হাইস্কুল, আইডিয়াল হাই স্কুল, অগ্রণী গার্লস হাইস্কুল, উদয়ন বিদ্যালয়, শাহীন স্কুল, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, আজিমপুর গার্লস হাইস্কুল, সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ধানমণ্ডি সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়-এর মত যেকোন একটিতে নিদেনপক্ষে কামরুন্নেসা সরকারী স্কুল, শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়, কলেজিয়েট হাইস্কুল, বনানী বিদ্যানিকেতন-এর মতো যেকোন একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নামীদামী বিদ্যালয়সমূহে আসন সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ার কারণে অধিকাংশ অভিভাবকই ব্যর্থ হন তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। আর তাই একান্ত বাধ্য হয়েই নগরীর অভিভাবক শ্রেণী নির্ভর হয়ে পড়ছেন কিণ্ডার গার্টেনগুলোর ওপর। প্রতিটি এলাকায় একাধিক কিণ্ডার গার্টেন থাকায় অভিভাবক শ্রেণীরা যাতায়াত সমস্যা থেকেও নিজেদের কিছুটা উদ্ধার করতে পারবেন— এই সান্ত্বনায় তার সন্তানকে ভর্তি করে দেন মন্দের ভালো যেকোন একটি কিণ্ডার গার্টেনে। তারপরও প্রতিবছরই লাগাতারভাবে চেষ্টা করেন নগরীর প্রথম শ্রেণীর যেকোন একটি স্কুলে ভর্তি করাতে তার সন্তানকে। এভাবেই কিণ্ডার গার্টেনগুলো নগরীর অপরিহার্য শিক্ষা মাধ্যমে পরিণত হচ্ছে যদিও অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার মত ন্যূনতম যোগ্যতাটুকুও নেই।

নগরীর কিণ্ডার গার্টেনগুলো বহিঃদৃশ্যে চাকচিক্যময় হলেও আসলে ভেতরে সবই ফাঁকা, সেখানে নেই শিশুশিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশটি, নেই শিশুশিক্ষার অত্যাধুনিক তো পরের কথা সাধারণ উপকরণগুলোও।

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে একই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হতে একাধিক ঘোষণা জারি করা হলেও এখনো পর্যন্ত প্রতিটি কিণ্ডার গার্টেনেই আলাদা আলাদা পাঠ্য পুস্তক অনুসরণ করা হচ্ছে। নগরীর কয়েকটি পরিচিত কিণ্ডার গার্টেনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, সেগুলোতে নার্সারী থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৪টি থেকে ৬টি বই, ২য় থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৮ থেকে ১০টি বই পড়ানো। এর মধ্যে ৭০% বই ইংরেজীতে। নার্সারী থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা, অংক, ইংরেজী, পরিবেশ পরিচিতি এবং দ্বিতীয় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা, ইংরেজী, অংক, পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস, বাংলা দ্রুত পঠন, ইংরেজী দ্রুত পঠন, ইংরেজী ওয়ার্ড বুক ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। শতকরা ৭০ ভাগ ইংরেজী ভাষায়। নগরীর কোন কোন কিণ্ডার গার্টেনে নাচ, গান, আবৃত্তির মত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। তত্ত্বীয় বইসমূহের অধিকাংশ বই বিদেশী হওয়াতে প্রায় ক্ষেত্রে রূপান্তরের অভাবে আমাদের নাগরিক শিশুরা বিজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। নগরীর একটি কিণ্ডার গার্টেনে বিদেশী কয়েকটি দেশের বই পড়ানো হয় এবং বইটিতে জাতীয় ফুল, পশুপাখি সবই প্রতিবেশী দেশটির। এমনকি পড়ানোর সময় রূপান্তর করে দেয়ার প্রয়োজনও অনুভব করেন না শিক্ষকরা। এসব স্কুলে সাধারণত ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক, ইংরেজী দ্রুত-পঠনের নামে যেগুলো পড়ানো হয় তাতে বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত মা-বাবাকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয় কিংবা সন্তানের সামনে খুলতে হয় — অভিধান। বিরক্ত অভিভাবক সামর্থ্য থাকলেও রেখে দেন হাউস টিউটর। পরিবেশ পরিচিতি ও মাতৃভাষা বিষয়েও কয়েকটি কিণ্ডার গার্টেনে ভিন্ন দেশের বই পড়ানো হয় — যাতে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ন্যূনতম প্রতিফলনও নেই। কিছু কিছু কিণ্ডার গার্টেন আরবী শিক্ষার নাম করে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শুধুমাত্র বইয়ের বোঝা নয়, প্রতিদিন ৫টি ক্লাসের জন্য ১০টি খাতার বোঝা টানতে হয় একটি শিশুকে, যা আবার স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত দোকান থেকেই কিনতে হয়। এতেই ক্ষান্ত নয়, প্রতি সপ্তাহে ৩টি টিউটোরিয়াল, একগাদা বাড়ির কাজ, ক্লাসটেস্ট-এর যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত কচি শিশুমন। শিশুশিক্ষা যেখানে আনন্দঘন হওয়া উচিত ছিল সেখানে হয়ে উঠেছে নিরস, ক্লান্তিময় নগরীর শিশু মানসিকতা বিপর্যস্ত ন্যুব্জ হয়ে চলেছে নিয়তএভাবে।

নগরীর কিণ্ডার গার্টেনে প্রচুর পরিমাণে বই পাঠ্য হলেও পরীক্ষা এলেই বই দাগিয়ে দেয়া হয় এবং প্রশ্নপত্র পূর্বে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দেয়ার মত রেকর্ড রয়েছে কয়েকটি কিণ্ডার গার্টেনের। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা খারাপ হলে নম্বর বেশী দিয়ে দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল খারাপ হলে এ দায় পড়বে কিণ্ডার গার্টেনের ওপর আর তাই এ প্রতিষেধক।

নগরীর ৯০ শতাংশ কিণ্ডার গার্টেনের খেলার কোন মাঠ নেই, নেই বিনোদনের জন্যে বড় হল রুম কিংবা অডিটোরিয়ামের ব্যবস্থা। বাথরুম, খাবার পানির ব্যবস্থা সংকটজনক কোন কোন কিণ্ডার গার্টেনের। এর কারণ সাধারণ কিণ্ডার গার্টেন ভবনগুলোই কিণ্ডার গার্টেন ভবন হিসেবে তৈরি হয় না, তৈরি হয় বাসস্থানের নিমিত্তে পরে সেগুলো ভাড়া করে ব্যবহার করা হয় কিণ্ডারগার্টেন হিসেবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম ভাড়ার ভবনটিই অগ্রাধিকার পায় মালিকপক্ষের ভবন নির্বাচনে। আর তাই আলো বাতাস চলাচলের মত ব্যবস্থার অভাব নগরীর অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনেই পরিলক্ষিত।

খেলার মাঠতো নেই-ই এমনকি ইনডোর গেমস, খেলার সামগ্রীরও ব্যবস্থা নেই নগরীর অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনে, নেই শিশুশিক্ষাকে আনন্দঘন করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ। নগরীর কিছু কিছু কিণ্ডার গার্টেনে একটা কারিকুলাম একটিভিটিস রুটিনে স্থান পেলেও বাস্তবে স্থান পায় না। শতকরা ৯৯ ভাগ কিণ্ডার গার্টেনেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য শর্ত পাঠাগার, শিশু পাঠাগারের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনের অধ্যক্ষ কাম মালিকের অফিস কক্ষে ঢুকলে মনে হয় যেন পাশ্চাত্যের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষ।

নগরীর কিণ্ডার গার্টেনের ৯৫% শিক্ষকই মহিলা। মহিলারা শিশুশিক্ষায় পারঙ্গম বলা হলেও এর একটি বাণিজ্যিক দিকও রয়েছে — অপেক্ষাকৃত কম সম্মানীতে শিক্ষক নিয়োগ। নগরীর কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের শতকরা ৫০ ভাগ স্নাতক ডিগ্রীধারী, উচ্চ মাধ্যমিক শতকরা ২৫ ভাগ, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২০ ভাগ ও অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী ৫ ভাগ। এদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনেরই কোন প্রশিক্ষণ নেই, নেই শিশু মনস্তত্ত্বের ওপর কোন প্রকার দখল। শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতাও নেই শতকরা ৯০ জনের। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিকই অধ্যক্ষ।

নগরীর একটি কিণ্ডার গার্টেনের একজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, দুই শিফটে পরিচালিত কিণ্ডার গার্টেনটির ছাত্র সংখ্যা ৪ শতাধিক এবং প্রতিটি ক্লাসের একজনের গড় বেতন ১৫০ টাকা। কিণ্ডার গার্টেনটির ছাত্রবেতন বাবদ মাসিক আয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। বাড়িভাড়া, শিক্ষকবেতনসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ২০ হাজার টাকার বেশী হয় না বলে জানা গেল। শিক্ষকটির মতে, নগরীর অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষকই ১৫শ' থেকে দুই হাজার করে বেতন পান অথচ ক্লাস নেন অনবরত সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ৫০% কিণ্ডার গার্টেনের গড় ছাত্রবেতন ২০০-৩০০ টাকা, ৩০% কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্রবেতন ৫০০-১০০০ টাকা, বাকী ২০% ২০০ টাকার নীচে এবং ১০০০ টাকার উপরে। শুধু ছাত্রবেতনই নয় প্রতিবছরের শুরুতেই প্রতিটি ছাত্রকে নতুন করে ভর্তি হতে হয় এবং তার জন্য দিতে হয় একটি মোটা অংকের ভর্তি ফি ও আনুষঙ্গিক ফি যা কখনো হাজারের অংকের নীচে হয় না।

পুরনো ঢাকার একটি কিণ্ডার গার্টেনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কিণ্ডার গার্টেনটি প্রতি ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্যে একজন শিক্ষক নিযুক্ত এবং ছাত্রছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান। নগরীর অন্যান্য কিণ্ডারগার্টেনগুলোর অবস্থা তথৈবচ।

কিণ্ডার গার্টেন মূলত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, এর সামাজিক নীতিদর্শন, শিক্ষা পদ্ধতি এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিশু মানসিক বিকাশ সম্পর্কহীন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এসব বিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠক্রম কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মত অনুযায়ী নির্ধারিত। এগুলোর শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ — এ হলো কিণ্ডার গার্টেন সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের মূল্যায়ন।

উচ্চ বেতন ও পাঠক্রমের ব্যাপারে সরকার একাধিক নির্দেশ জারি করলেও অজ্ঞাত কারণে কিণ্ডার গার্টেনসমূহ তা বাস্তবায়ন করছে না। বৈষম্যমূলক এ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।